চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২ অক্টোবর ২০১৭খ্রি.

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে মাননীয় মেয়রের নিজ তহবিলের ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ হাজার বস্তা ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন তাঁর নিজ তহবিল হতে ২০ লাখ টাকা মূল্যের ২ হাজার বস্তা ত্রান সামগ্রী আজ ০২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. সোমবার, দুপুরে উখিয়ার কুতুপালং শরনার্থী শিবিরে বিতরণ করা হয়। মেয়রের এ ত্রান সামগ্রী রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিকট বিতরণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির প্রেরিত ত্রান সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, মানবিক বিবেচনায় জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করে সকলের সুদৃষ্টি আকর্ষন করেছে। অনুরুপভাবে সকল সক্ষম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পাশে দাঁড়ালে তাদের দুঃখ দুর্দশা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। মানবতা যেখানে লাঞ্চিত ও বিপর্যস্থ হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা সেখানেই অবদান রেখে যাচ্ছে। যার কারনে শেখ হাসিনা বিশ্বে আজ মানবতার বাতিঘর ও মানবতার মাতা। জনাব ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশের বিপন্ন মানুষের সেবায় সরকারের কার্যকর উদ্যোগ সমূহ তুলে ধরে বলেন, আওয়ামীলীগ এদেশের মানুষের একমাত্র ঠিকানা। মানুষের কল্যানে আওয়ামীলীগের নেতা

কর্মীরা নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রী মিয়ানমার সরকারকে অবিলম্বে বাংলাদেশে আগত তাদের দেশের রোহিঙ্গা নাগরিকদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার আহবান জানান। মাননীয় মেয়রের ত্রান সামগ্রী বিতরণকালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামিম এমপি, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল মোস্তফা ও সাধারন সম্পাদক মজিবুর রহমান, কক্সবাজার জেলার সংসদ সদস্য আশেক উল্লাহ রফিক ও সাইমন সরওয়ার কমল, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা সফর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক নোমান আল মাহমুদ,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, মো. গিয়াস উদ্দিন, আবদুল কাদের, শৈবাল দাশ সুমন, মহানগর আওয়ামীলীগের সদস্য আবদুল লতিফ টিপু, বখতেয়ার উদ্দিন খান, আবদুল কদর, চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীযুবলীগ এর যুগ্ম আহবায়ক দিদারুল আলম, মহানগর আওয়ামীস্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক সালাউদ্দিন আহমেদ, আওয়ামীযুবলীগ নেতা দিদারুল আলম, অহিদ সিরাজ স্বপন, ফারুক আহমদ, আবদুল মান্নান ফেরদৌস, সুমন দেবনাথ, জাবেদুল আলম সুমন, সাখাওয়াত হোসেন শাকু, শ্রমিক নেতা জহিরুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা আবদুল্লাহ আল মামুন, সাইফুল আলম লিমন সহ আওয়ামীলীগ,আওয়ামীযুবলীগ, জাতীয় শ্রমিকলীগ, আওয়ামীস্বেচ্ছাসেবকলীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২ অক্টোবর ২০১৭খ্রি.

মাননীয় মেয়রের সাথে জিপিএইচ গ্রুপের বৈঠক ডিসেম্বরেই নতুনরুপে সাজবে বিমান বন্দর সড়ক

চট্টগ্রাম নগরীকে আধুনিক ও বিশ্বমানের পর্যায়ে গড়ে তুলতে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন একের পর এক প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন। তিনটি প্রকল্প দৃশ্যমান ও প্রশংসিত হওয়ার পর এবার দৃষ্টি দিয়েছেন নগরীর প্রবেশদ্বার খ্যাত বিমান বন্দর সড়ক সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ কাজে। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছে ইতিমধ্যে ডিজাইন তৈরী

ও পরবর্তী করণীয় নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মেয়রের আন্দরকিল্লা বাসভবনে জিপিএইচ গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ও চসিক প্রকৌশলীদের মাঝে এক বৈঠকে সল্টগোলা ক্রসিং থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত চার লেইন বিশিষ্ট সড়ক, ফুটপাত নির্মাণ, এলইডি লাইট স্থাপন, আইল্যান্ডে সবুজ ঘাসের মাঝে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য ও গার্ডেন লাইট স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় জিপিএইচ গ্রুপের প্রকৌশলীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা উপস্থাপন করে প্রকল্প বাস্তবায়নে মেয়রের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেয়র মাল্টিমিডিয়া পর্দায় জিপিএইচ গ্রুপের প্রকল্প উপস্থাপন পর্যবেক্ষন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করার নির্দেশনা দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সর্বাত œ ক সহযোগিতা করবেন বলে মেয়র আশ্বস্থ করে বলেন, যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নগরীর উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধনে এগিয়ে আসবে তাদের যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এ সময় মেয়র বলেন, অতিবৃষ্টির কারণে যেসব সড়ক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে তা দ্রুত সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। নগরীর প্রায় সব প্রধান সড়কগুলো চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এতে নগরবাসীর দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক কারণে এমন দুর্ভোগ তৈরী হওয়ায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। এ ছাড়া ফ্লাইওভারের জন্য যেসব সড়ক চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে সংস্কার করা জরুরী বলে মনে করি। এ বৈঠকে মেয়র জানান, গৃহকর নিয়ে নগরবাসীর দাবির ব্যাপারে আমি অবহিত হলেও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কাজ করতে পারব না। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন একই পন্থায় গৃহকর আদায় করছে। এ ক্ষেত্রে আমি নগরবাসীর উপর কোন অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিইনি। এ ব্যাপারে আমাকে ভুল বুঝার অবকাশ নেই। আমি এ নগরীর সন্তান, নগরবাসীর দুঃখ আমি বুঝতে পারি, তবে সরকারী সিদ্ধান্ত মানতে আমি বাধ্য। যারা আপিল করবেন তাদের সর্বাত œ ক সহযোগিতা দিয়ে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ'র সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, চসিকের প্রধান প্রকৌশলী লে. কর্ণেল মহিউদ্দিন

আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ রেজাউল করিম, স্থপতি মোহাম্মদ ওমর, নির্বাহী প্রকৌশলী অসীম বড়–য়া, জিপিএইচ গ্রুরে পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া এডভাইজার ওসমান গনি চৌধুরী, এক্সকিউটিভ ডাইরেক্টর এ বি সিদ্দিক, প্রকৌশলী এমরান এবং আইটি ম্যানেজার এস এম মোখতাদির।
২ অক্টোবর ২০১৭খ্রি.

সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নিকট রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন প্রদান

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মাননীয় মেয়র,কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন বাবদ ২০ লক্ষ টাকা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নিকট প্রদান করা হয়েছে। আজ ০২ অক্টোবর ২০১৭ খ্রি. সোমবার, সকালে কক্সবাজার জেলার কক্স টুডে আবাসিক হোটেলের মিলনায়তনে সড়ক ও সেতু মন্ত্রীর হাতে ২০ লাখ টাকার এই চেক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্যানেল মেয়র, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও কাউন্সিলরবৃন্দ হস্তান্তর করে। এ সময় সাবেক আইন মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামিম এমপি, কক্সবাজার জেলার সংসদ সদস্য আশেক উল্লাহ রফিক ও সাইমন সরওয়ার কমল, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোছলেম উদ্দিন আহম্মদ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, কক্সবাজারের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, হাসান মুরাদ বিপ্লব, মো. গিয়াস উদ্দিন, আবদুল কাদের, শৈবাল দাশ সুমন, কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল মোস্তফা ও সাধারন সম্পাদক মজিবুর রহমান এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, সহকারী প্রকৌশলী মির্জা ফজলুল কাদের, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি শাহজাদা মহিউদ্দিন, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার রোটন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন সহ রাজনৈতিক,সামাজিক ও পেশাজীবি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত চেক গ্রহনকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, বাংলাদেশ মানবিক বিবেচনায় মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা মানবতার মাতা। যেখানে মানবিক বিপর্যয় ঘটে সেখানেই তিনি মমতাময়ী মায়ের মত হাত বাড়িয়ে দেন। মন্ত্রী আগত কিছু শরণার্থীদের সাথে মাদক ও অবৈধ অস্ত্র আসতে পারে এ আশংখা ব্যক্ত করে বলেন এই বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশাসনের সতর্ক অবস্থান রয়েছে। ওবায়দুল কাদের বলেন, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের আশ্রয়,খাদ্য,চিকিৎসা সহ মৌলিক ও মানবিক বিষয়গুলো দেখভাল করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এগিয়ে এলে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরো বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, মিয়ানমার সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং তাদের দেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যথাযোগ্য মর্যাদায় নাগরিক স্বীকৃতি দিয়ে নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা